

## প্রজ্ঞাপনঃ ১৯৯২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
পুলিশ সদর দফতর, ঢাকা।  
অফিস আদেশ

নং ১৪

তারিখঃ ২৭/১/১৯৯২

বিষয়ঃ পুলিশ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পোস্টিং, বদলী এবং অন্যান্য বিষয়ে আবেদন প্রসঙ্গে।

বিভিন্ন সময়ে আমাদের অধীনে কার্যরত পুলিশ কর্মকর্তা ও কর্মচারিখণ্ড উপরোক্ত বিষয়। সংক্রান্ত তাহাদের সুবিধা অসুবিধা জানাইয়া আবেদনপত্র দাখিল করিয়া থাকে। দেখা যাবে অনেক ক্ষেত্রে কোন রকম স্পষ্ট মতামত ব্যতীতই তাহাদের আবেদনপত্রগুলি পুলিশ সদর দফতরে পাঠানো হইতেছে, ফলে এই সকল আবেদনের উপর সিদ্ধান্ত নেওয়া অসুবিধাজনক হইয়া পড়ে। বলাবাহুল্য যেই বিভাগ হইতে যথাসময়ে যথোপযুক্ত সিদ্ধান্ত দেওয়া না গেলে

দরখাস্তকারিগণ বিভাগবহির্ভূত তদবির করিবার প্রচেষ্টা চালান, যা বিভাগীয় শৃংখলার পরিপন্থী।

আপনাদেরকে অনুরোধ করা যাইতেছে, আপনাদের অধীনস্থ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রতিটি আবেদন যথাযথভাবে বিচার করে ইহার পক্ষে বা বিপক্ষে স্পষ্ট মতামত জানাইয়া পুলিশ সদর দফতরে পাঠাইবেন। আপনাদেরকে নিশ্চয়তা দেওয়া যাইতেছে প্রতিটি বিষয়ে মূল্যবান মতামত এর যথাযথ গুরুত্ব দেওয়ার পর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইবে।

স্বাক্ষর

(এ. এস. এম. শাহজাহান)

অতিরিক্ত মহা-পুলিশ পরিদর্শক (প্রশাসন)

পুলিশ সদর দফতর, ঢাকা।

স্মারক নং জিএ/১৮৮-৮৪/২৫৭ (৯৬)

তারিখঃ ২৯-১-১৯৯২

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হইলঃ

১। .....\*

১১। .....\*

স্বাঃ

(বি. আই, সিদ্দিকী)

উপ-মহা-পুলিশ পরিদর্শক

(হেড কোয়ার্টার) পুলিশ সদর দফতর, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
পুলিশ সদর দফতর, ঢাকা।  
পরিপত্র / ১৯৯২

বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীর যেকোন পদমর্যাদার কোন সদস্যকে যেকোন কারণেই গ্রেফতার করা হইলে তাহাতে একটি বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। এই ধরনের গ্রেফতার যদি প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে, তাহা হইলে গ্রেফতারের কারণ উল্লেখ করিয়া বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীর ইন্সপেক্টর জেনারেল-এর পূর্ব অনুমতি অবশ্যই নিতে হইবে এবং যদি কোন বিশেষ ক্ষেত্রে কোন পুলিশ কর্মকর্তাকে তাৎক্ষণিকভাবে গ্রেফতার করিবার প্রয়োজন হয়, তবে টেলিফোন বা বেতার বার্তার মাধ্যমে যথাশীঘ্র পূর্ব অনুমতি নেওয়াই বাঞ্ছনীয়। এই বিষয়ে পুলিশ সদর দফতর পরিপত্র নং ১৪৫ (৩১)/এস, তাং ২২-১-৭৩ এবং এস/৬২-৭৪/৫৮ (২১) তাং ৭-১-৯৫ জারি করা সত্ত্বেও কোন কোন ক্ষেত্রে এই আদেশের যথাযথ পালন হইতেছে না, যাহা কোন মতেই অস্বীকার্য নহে।

ভবিষ্যতে এই নির্দেশের কোন রকম লংঘন না হয়, সেই বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখিবার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে স্মরণ করিয়া দেওয়া হইল।

স্বাক্ষর  
(এম. এনামুল হক)  
ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ  
বাংলাদেশ।

স্মারক নং দঃ /২৬৪-৭৫/২৭২(১১৪)

তারিখঃ ২১-১-৯২

কার্যকরী ব্যবস্থার জন্য অনুলিপি প্রেরিত হইলঃ  
১।  
১১। সকল পুলিশ সুপার (রেলওয়েসহ) ঢাকা।

স্বাক্ষর  
(বি, আই, সিদ্দিকী)  
ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ (প্রশাসন)  
পুলিশ সদর দফতর, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
পুলিশ সদর দফতর, ঢাকা।

পুলিশ আদেশ নং ৩/১২

তারিখঃ ১৬-০৪-৯২

বিষয়ঃ বিশেষ বাহন নিয়োগ প্রসঙ্গে।

সম্প্রতি লক্ষ্য করা যাইতেছে, কোন জরুরী প্রয়োজন ব্যতীত এক অফিস হইতে অন অফিসে চিঠিপত্র প্রেরণের ক্ষেত্রে বিশেষ বাহক ব্যবহার করা হইতেছে। বিনা প্রয়োজনে বিশেষ বাহক ব্যবহার করার কারণে একদিকে যেমন ভ্রমণভাতা খাতে সরকারি অর্থের অপচয় হইতেছে অন্যদিকে চিঠিপত্র প্রেরণের ক্ষেত্রে প্রচলিত ভাক ব্যবস্থার ব্যবহার না করায় পোস্টাল স্টম্প হতে বরকত টাকা অব্যাহত থাকিয়া যাইতেছে ইহ বতত নিয়োজিত বিশেষ বাহক চিঠিপত্র বহনের অজুহাতে অনেক সময় বিনা প্রয়োজনে যেমন দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করিতেছেন। তেমনি সৃষ্ট জনবলে ঘটতির কারণে সংশ্লিষ্ট ইউনিটসমূহে নানা ধরনের অসুবিধার সৃষ্টি হইতেছে। পিআরব্লির ১১৬৬ বিধিতে ইউনিট প্রধানগণ কর্তৃক অত্যন্ত সতর্কতার সহিত বিশেষ বাহক ব্যবহার করার ইঙ্গিত বহন করিলেও বর্তমান অবস্থার দৃষ্টে মনে হইতেছে, উহা যথাযথভাবে পালিত হইতেছে না।

এমতাবস্থায় উপরোল্লিখিত অবস্থার উন্নতিকল্পে পিআরব্লির উল্লেখিত বিধির প্রতি সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক বিশেষ কোন প্রয়োজন অথবা নির্দেশ ব্যতীত সকল চিঠিপত্র ডাকযোগে প্রেরণ করার নির্দেশ প্রদান করা হইল।

সকল ইউনিট প্রধানগণ উপরোক্ত নির্দেশের যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করিবেন।

স্বাক্ষর  
(এম. এনামুল হক)  
মহা-পুলিশ পরিদর্শক  
বাংলাদেশ, ঢাকা

মারক নং প্রশাসন/৪৬-৮৭/৩৬০ (১৩৫)

তারিখ ১৬-০৪-১৯৯২

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হইল।

## গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার পুলিশ সদর দফতর, ঢাকা।

পুলিশ আদেশ নম্বর-৮/৯২

তারিখঃ ২১-৪-৯২

### বিষয়ঃ বিভিন্ন পুলিশ ইউনিট ও কার্যালয়ে ক্রিমিনাল রেকর্ড ও রেজিস্টার রক্ষণাবেক্ষণ প্রসঙ্গে।

সংঘটিত অপরাধ উদঘাটন এবং অপরাধীকে চিহ্নিতকরণের কাজে বিভিন্ন পুলিশ ইউনিট ও কার্যালয়ে রক্ষিত ক্রিমিনাল রেকর্ড ও তথ্য গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক ভূমিকা পালন করিয়া থাকে। শুধু তাহাই নহে সংরক্ষিত ক্রিমিনাল রেকর্ড ও তথ্যসমূহ অপরাধ প্রশাসনকে কার্যক্ষম করিয়া পুলিশের কর্মক্ষমতাকে বহুলাংশে বৃদ্ধি করিয়া থাকে। কিন্তু দেখা গেল, পুলিশের বিভিন্ন ইউনিট ও কার্যালয়ে ক্রিমিন্যাল রেকর্ড রেজিস্টারসমূহ যথা ভিসিএনবি (পিআরবি রুল ৩৮১-৩৯৪), ক্রিমিনাল হিস্ট্রি (পিআরবি রুল ১১২৩) মামলা গ্যাং রেজিস্টার (পিআরবি রুল ৩৮৮ ও ১১২৮), অপরাধ মানচিত্র (পিআরবি রুল ৩৯০), পার্শ্ববর্তী থানা এলাকায় বসবাসকারী দাগী আসামী ও সন্দেহজনক ব্যক্তিদের তালিকা (পিআরবি রুল ৩৮১), সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামীদের রেজিস্টার, পুলিশ সুপার ও সার্কেল এএসপিগণের নোট বুক (পিআরবি রুল ১১০৪ ও ১১৩), ক্রাইম ইনডেক্স (পিআরবি রুল-১৯৪ ও এপেন্ডিক্স ১১), খতিয়ান ইন্সপেকশন রেজিস্টার (পিআরবি রুল-৩৮০) ইত্যাদি এবং পিআরব্লির এপেন্ডিক্স ১১), খতিয়ান ইন্সপেকশন রেজিস্টার (পিআরবি রুল ৩৮০) ইত্যাদি এবং পিআরব্লির এপেন্ডিক্স ১৩-এ উল্লিখিত অপরাধ প্রশাসনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ রেজিস্টারসমূহ যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ ও হালনাগাদ করা হইতেছে না। ফলে একদিকে যেমন ক্রিমিনাল রেকর্ড ও তথ্যের অভাবে সংঘটিত অপরাধের উদঘাটন ও অপরাধীকে চিহ্নিতকরণ দারুণভাবে বিঘ্নিত

হইতেছে তেমনি রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে শিথিলতার কারণে বকেয়া কাজের পরিমাণ দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। এইরূপ চলিতে থাকিলে শুধুমাত্র বকেয়া কাজের পরিমাণই বৃদ্ধি পাইবে না। প্রয়োজনীয় ক্রিমিনাল রেকর্ড ও তথ্যের অভাবে অপরাধ উদঘাটন ও অপরাধীকে সনাক্তকরণে তথা অপরাধ প্রশাসনের ক্ষেত্রে পুলিশের কর্মক্ষমতা দিন দিন হ্রাস পাইতে থাকিবে। তাই প্রকৃত অপরাধীকে সনাক্তকরণ এবং অপরাধ দমন ও উদঘাটন প্রক্রিয়াকে সচল ও কার্যকরী করিবার লক্ষ্যে সকল পুলিশ ইউনিট ও কার্যালয়ের উপরোল্লিখিত ক্রিমিনাল রেকর্ড ও রেজিস্টার পিআরবির বিভিন্ন বিধি ও এপেন্ডিক্সে উল্লিখিত নির্দেশ মোতাবেক রক্ষণাবেক্ষণ ও সার্বক্ষণিকভাবে হালনাগাদ রাখিবার নির্দেশ প্রদান করা হইল।

জেলার পুলিশ সুপার ও মেট্রোপলিটন পুলিশের উপ-পুলিশ কমিশনারগণ বিভিন্ন থানা, কোর্ট, এসপি সার্কেল/সহকারী পুলিশ কমিশনারের কার্যালয়ে ও পুলিশ সুপার/উপ-পুলিশ কমিশনার -এর কার্যালয়ে উপরোল্লিখিত ক্রিমিনাল রেকর্ড ও রেজিস্টারসমূহের যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ ও হালনাগাদ করিবার বিষয়টি নিশ্চিত করিবেন এবং আগামী ৩০-৬-৯২ তারিখের মধ্যে রেকর্ড ও রেজিস্টারসমূহ হালনাগাদ করিয়া একটি প্রতিবেদন রেঞ্জ ডিআইজি/পুলিশ কমিশনারের মাধ্যমে অত্র সদর দফতরে অবশ্যই প্রেরণ করিবেন।

পুলিশ কমিশনার, রেঞ্জ ডিআইজি ও অতিরিক্ত রেঞ্জ ডিআইজিগণ বিভিন্ন পুলিশ ইউনিট ও কার্যালয় পরিদর্শনকালে বিষয়টির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপকরতঃ রেকর্ড ও রেজিস্টারসমূহের রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়টি নিশ্চিত করিবেন।

স্বাঃ  
(এম. এনামুল হক)  
মহা-পুলিশ পরিদর্শক  
বাংলাদেশ, ঢাকা।

স্মারক নং-২৩৩(৭)

তারিখঃ ২১/৪/৯২

## গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। পুলিশ সদর দফতর, ঢাকা।

পুলিশ অর্ডার নং ৪/৯২

তারিখঃ ২৭-৪-৯২

বিষয়ঃ পুলিশ কর্মচারীদের বদলী প্রসঙ্গে।

সম্প্রতি লক্ষ্য করা যাইতেছে, বিভিন্ন জেলা/ইউনিট হইতে পুলিশ কর্মচারীদের আবেদনপত্র, বদলীর আদেশ বাতিল সংক্রান্ত আবেদনপত্র এবং মনোনয়ন নিয়ম অনুযায়ী প্রেরণ করা হইতেছে না। এমতবস্থায় নিম্নলিখিত নিয়মাবলী অনুসরণপূর্বক অত্র সদর দফতরে আবেদনপত্র প্রেরণ করিবার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।

১। যেকোন পুলিশ কর্মচারীর বর্তমানে কর্মস্থলের কার্যকাল ২ বছর পূর্ণ না হইলে বদলীর আবেদনপত্র পুলিশ সদর দফতরে প্রেরণ করা যাবে না। তবে অসুস্থতাজনিত কারণে বদলীর জন্য কোন কর্মচারী আবেদন করিলে তাহা ডাক্তারী সনদপত্রের প্রমাণাদিসহ আবেদন বিবেচনার বিষয়ে সুস্পষ্ট মতামত প্রদানপূর্বক পুলিশ সদর দফতরে অগ্রগামী করা যাইতে পারে।

২। পুলিশ সদর দফতর হইতে কোন জেলা/ইউনিটে পরস্পর বদলীর জন্য মনোনয়ন চাওয়া হইলে মনোনয়নকৃত পুলিশ কর্মচারীর বর্তমান কর্মস্থলে চাকুরীর মেয়াদ দুই বছর পূর্ণ হইতে হইবে।

৩। বদলী/বদলীর আদেশ বাতিলের আবেদনপত্র সুপারগণ তাহাদের সুস্পষ্ট মতামতসহ সংশ্লিষ্ট রেঞ্জ ডিআইজির নিকট প্রেরণ করিলে রেঞ্জ ডিআইজিগণও তাহাদের মতামতসহ আবেদনপত্র অত্র দফতরে প্রেরণ করিবেন।

৪। মহানগর পুলিশ/এসবি/সিআইডি/টেলিকম সংস্থায় বদলীর জন্য আবেদনকারী বা মনোনীত কর্মচারীর শিক্ষাগত যোগ্যতা কমপক্ষে এসএসসি পাস হইতে হইবে।

৫। পার্বত্য এলাকায় বদলীর জন্য সুবেদারদের ক্ষেত্রে অনূর্ধ্ব ৪৫ বছর ও অন্যান্য পুলিশ কর্মচারীদের ক্ষেত্রে অনূর্ধ্ব ৪০ বছর হইতে হইবে।

৬। মহানগর পুলিশ/এসবি/সিআইডি এবং পার্বত্য জেলাসমূহের যেই সকল কর্মচারী একবার চাকুরী করিয়াছে তাহাদের পুনরায় বদলীর বিষয়ে আবেদন বা মনোনয়ন পুলিশ সদর দফতরে প্রেরণ করা যাইবে না।

৭। মহানগরী পুলিশে বদলী করিতে হইলে বাছাই কমিটির তালিকায় নাম থাকিতে হইবে।

উপরোল্লিখিত নিয়মাবলী যথাযথভাবে পালন করিয়া ভবিষ্যতে পুলিশ সদর দফতরে প্রস্তাব প্রেরণের জন্য অনুরোধ জানানো যাইতেছে।

(এম, এনামুল হক)  
ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ  
বাংলাদেশ, ঢাকা।  
পুলিশ হেডকোয়ার্টাস, ঢাকা।

## গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার পুলিশ সদর দফতর, ঢাকা। পুলিশ অর্ডার নং ৫/৯৯

সরকার পুলিশ কর্মকর্তাদের কর্মদক্ষতা উন্নীতকরণের লক্ষ্যে তাহাদের প্রশিক্ষণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। প্রশিক্ষণের সার্বিক মানোন্নয়নের উদ্দেশ্যে সম্প্রতি একজন এডিশনাল ইন্সপেক্টর জেনারেল-এর তত্ত্বাবধানে একজন ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল দুই জন এসিস্ট্যান্ট ইন্সপেক্টর জেনারেল ও অন্যান্য পদমর্যাদার অফিসার কর্মচারী সমলয়ে (বেসরকারি আদেশ নং স্বঃ মঃ (পুলিশ-১)/৩পি-২৩/৮৯/১১৩ তারিখ ও ৮-৫৯০) পুলিশ সদর দফতরের। অধীনে রিক্রুটমেন্ট ও ট্রেনিং উইচ প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। উক্ত উইচ প্রতিষ্ঠার ফলে পুলিশের ট্রেনিং ইউনিটসমূহের সার্বিক কার্যক্রম সুষ্ঠু পরিচালনা, ট্রেনিং কারিকুলাম ও মনিটরিং করিবার সুবিধার্থে নিম্নলিখিত আদেশ জারি করা হইলঃ

১। সকল ট্রেনিং ইউনিটের ট্রেনিং কারিকুলাম, ট্রেনিং অব মেয়াদ, প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা নিরূপণ ইত্যাদি কার্যক্রম এআইজি ট্রেনিং-এর মাধ্যমে অনুমোদনের জন্য পুলিশ সদর দফতরে প্রেরণ করিতে হইবে। এই সকল প্রশিক্ষণের কার্যক্রমের অগ্রগতি সম্পর্কে সময়ে সময়ে এআইজি ট্রেনিং-এর মাধ্যমে প্রতিবেদন পুলিশ সদর দফতরে প্রেরণ করিতে হইবে।

২। ৪টি পুলিশ ট্রেনিং সেন্টার এবং ট্রাফিক স্কুলের নন-গেজেটেড কর্মচারীদের (পুলিশ মিনিস্ট্রিয়াল) কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ক্ষেত্রে পদোন্নতির জন্য অনুমোদিত তালিকা রিক্রুটমেন্ট ও ট্রেনিং উইচ তৈরি করিবে। যেমন এসআই (নিরস্ত্র) হইতে পরিদর্শক পদে পদোন্নতি।

৩। ৪টি পুলিশ ট্রেনিং সেন্টার ও ট্রাফিক স্কুলের নন-গেজেটেড কর্মচারীদের (পুলিশ মিনিস্ট্রিয়াল স্টাফমিনিস্ট্রিয়াল স্টাফ) আপীল মেমোরিয়াল বিষয়ক কার্যদি ডিআইজি (আরএন্ডটি)/এডিশনাল ইন্সপেক্টর জেনারেল রিক্রুটমেন্ট ও ট্রেনিং নিষ্পত্তি করিবেন। (স্মারক নং আর এন্ড এম/১৫-৯৫৪০৪ (১১৪) তারিখঃ ২৮-০৪-৯৫ মূলে সংশোধিত)।

৪। পুলিশ একাডেমী নন-গেজেটেড কর্মচারীদের মেমোরিয়াল অনুরূপভাবে নিষ্পত্তির জন্য রিক্রুটমেন্ট ও ট্রেনিং উইং-এর মাধ্যমে এডিশনাল আইজি (রিক্রুটমেন্ট ও ট্রেনিং)-এর নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

৫। পুলিশ একাডেমীর অধ্যক্ষ, ৪টি ট্রেনিং সেন্টারের কমান্ডেন্ট এবং ট্রাফিক ট্রেনিং স্কুলের সুপারিনটেনডেন্ট -এর বিভিন্ন রকম ছুটির আবেদন রিক্রুটমেন্ট ও ট্রেনিং উইং-এর আইজি (ট্রেনিং)-এর মাধ্যমে পুলিশ সদর দফতরে প্রেরণ করিতে হইবে।

৬। উপরোক্ত ইউনিটের অন্যান্য গেজেটেড অফিসারদের নৈমিত্তিক দুটি ব্যতীত অন্যান্য ছুটির আবেদনও রিক্রুটমেন্ট ও ট্রেনিং উইং -এর আইজি ট্রেনিং-এর মাধ্যমে পুলিশ দফতরে প্রেরণ করিতে হইবে।

৭। ৪টি পুলিশ ট্রেনিং সেন্টার ও ট্রাফিক ট্রেনিং স্কুলের নন-গেজেটেড কর্মচারীদের সবা ধরনের ছুটি ইউনিট প্রধানগণ মঞ্জুর করিবেন।

৮। ৪টি পুলিশ ট্রেনিং সেন্টারের সকল নন-গেজেটেড কর্মচারী (পুলিশ মিনিস্ট্রিয়াল শৃংখলাজানিত কার্যক্রম কমান্ডেন্টগণ নিষ্পত্তি করিবেন।

৯। ট্রাফিক ট্রেনিং স্কুলের সকল নন-গেজেটেড কর্মচারী (পুলিশ/মিনিস্ট্রিয়াল ) শৃংখলাজানিত কার্যাদি সুপারিনটেনডেন্ট-এর সুপারিশক্রমে আইজি (ট্রেনিং) নিষ্পত্তি করিবেন।

১০। সকল ট্রেনিং ইউনিটের পরিদর্শক ও তদুর্ধ্ব কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে শৃংখলাজানিত বিষয়াদি রিক্রুটমেন্ট ও ট্রেনিং উইং-এর মাধ্যমে পুলিশ সদর দফতরে প্রেরণ করিতে হইবে।

১১। গোয়েন্দা প্রশিক্ষণ স্কুলের এবং পুলিশ স্পেশাল ট্রেনিং স্কুলের প্রশাসনিক ও সার্বিক নিয়ন্ত্রণ যথাক্রমে অতিরিক্ত আইজিপি সিআইডি এবং ডিআইজি এপিবিএন-এর উপর পূর্বের ন্যায় বহাল থাকিবে।

১২। সকল ট্রেনিং ইউনিট প্রধানগণের বিধি অনুসারে অন্যান্য দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে অর্থাৎ প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা পূর্বের ন্যায় বহাল থাকিবে।

স্বাঃ

এম. আনামুল হক

ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ

বাংলাদেশ, ঢাকা।

স্মারক নং আরএন্ডএম/৩২৪১-৬৪২(৯০৮)

তারিখঃ ৯-৭-৯২

অনুলিপি অবগতি ও কার্যক্রম ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হইল

১। অতিরিক্ত আইজি অব পুলিশ, সিআইডি/এসবি, বাংলাদেশ, ঢাকা।

১১। প্রশাসনিক অফিসার (প্রশাসন), পুলিশ সদর দফতর, ঢাকা। তাহাকে আদেশটি পুলিশ গেজেটে প্রকাশ করিবার জন্য অনুরোধ করা হইল।

(আহমেদ জামিল)

সহকারী মহা-পুলিশ পরিদর্শক

বাংলাদেশ, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।  
পুলিশ সদর দফতর, ঢাকা।

স্মারক নং অপরাধ/২-৯২/সাধারণ খুলনা বিভাগ/১৮১৫(৭১)  
প্রতি,

তারিখঃ ১১-৭-৯২

১। অতিরিক্ত আইজি অব পুলিশ, সিআইডি/এসবি, বাংলাদেশ, ঢাকা।  
৩। পুলিশ সুপার ..... (সকল এবং রেলওয়েসহ)।

**বিষয়ঃ রাষ্ট্রপতির সচিবালয়/প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়/স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হইতে সরাসরি পুলিশ ইউনিটে প্রেরিত পত্র সংক্রান্ত।**

আদিষ্ট হইয়া জানানো যাইতেছে, রাষ্ট্রপতির সচিবালয়/প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়/স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হইতে সরাসরি পুলিশ ইউনিটে অনুসন্ধান ও প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত প্রেরিত পত্রের প্রেক্ষিতে ইউনিট হইতে প্রতিবেদন অত্র পুলিশ সদর দফতরে প্রেরণের ক্ষেত্রে অনেক সময় ইউনিট হইতে মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট সূত্র পত্রটির কপি সংযুক্ত করা হয় না। আবার কখনো কখনো এক কপি প্রতিবেদন পাঠানো হইয়া থাকে। ফলে অত্র সদর দফতর হতে সময়মত

মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা যায় না। এই অবস্থা নিরসনকল্পে উল্লেখিত দফতরসমূহের আরও পরে একটি কাপসহ প্রতিবেদনে ২ কপি অবশ্যই প্রেরণ করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে। ইহা ব্যতীত উত্তেজিত দফতরসমূহের স্মারক সূত্র উল্লেখপূর্বক অত্র পুলিশ সদর দফতর হইতে অনুসন্ধান ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ও প্রতিবেদনের নিমিত্তে প্রেরিত পত্রের ক্ষেত্রেও ২ কপি করিয়া প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে। একইভাবে সিআইডিতে মামলা ন্যস্ত করার প্রস্তাব রেণের ক্ষেত্রেও প্রস্তাব/প্রস্তাবের ২ কপি প্রেরণ করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

সহকারী মহা-পুলিশ পরিদর্শক (অপরাধ)  
বাংলাদেশ, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
পুলিশ সদর দফতর, ঢাকা।  
সার্কুলার

**বিষয়ঃ সহকারী পুলিশ সুপার (সার্কেল)/এপিসি (জান) এবং থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক মামলা তদন্ত প্রসঙ্গে।**

সূত্রঃ পুলিশ সদর দফতর স্মারক নং-অপরাধ/৪৬-৮৫(সাধারণ)/৬১৮০ তারিখঃ ১৯-১১-৮৯ ও আপরাধ/৪৬-৮৫(সাধারণ)/৬৩৯৯ তারিখঃ ৫-১২-৮৯।

ফৌজদারী কার্যবিধির ১৫৬ ধারায় ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে সকল ধর্তব্য অপরাধের মামলা তদন্ত করার ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে। কিন্তু ইদানিং লক্ষ্য করা যাইতেছে, থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ নিজেরা কোন মামলা তদন্ত না করিয়া রুজুকৃত মামলাসমূহ থানায় নিয়োজিত অন্যান্য অফিসারকে তদন্ত করিবার জন্য হস্তান্তর করিতেছেন যার ফলে মামলা তদন্তের গুণগত মানের ক্রমাবনতি হইতেছে। ইহাতে অপরাধ দমন ও আইন-শৃংখলা রক্ষায় পুলিশ সম্পর্কে জনমনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হইতেছে। এই পরিস্থিতির উন্নতিকল্পে ইতিপূর্বে সূত্রে উল্লেখিত পত্রদ্বয়ের চাঞ্চল্যকর ও নৃশংস হত্যা মামলাগুলি সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও সার্কেল এএসপি/এপিসি(জোন-গণকে তদন্ত করিবার জন্য আদেশ দেওয়া হইয়াছিল।

কিন্তু ইহা গোচরীভূত হইয়াছে, প্রদত্ত আদেশ অনেক ক্ষেত্রে যথাযথভাবে প্রতিপালিত হইতেছে না। এমনকি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ বিধি মোতাবেক মামলা তদন্তের অগ্রগতি তদারক করেন না। ফলে মামলা তদন্তের মান আশানুরূপ হইতেছে না এবং তদন্তে মারাত্মক ত্রুটি পরিলক্ষিত হইতেছে। যাহার ফলে অপরাধীদের শাস্তি প্রদান করা যাইতেছে না। এইজন্য আদালত হইতে এই সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্যও অহরহ পাওয়া যাইতেছে।

অতএব, ন্যায়বিচারের স্বার্থে ও সুষ্ঠু তদন্ত নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এখন হইতে সকল সার্কেল এএসপি/জোনাল এপিসি-কে প্রতি তিন মাসে ন্যূনপক্ষে একটি জটিল মামলা এবং থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণকে মাসে দুইটি গুরুত্বপূর্ণচাঞ্চল্যকর মামলা তদন্ত করিতে আদেশ দেওয়া যাইতেছে।

স্বঃ

(এএসএম শাহজাহান)

মহা-পুলিশ পরিদর্শক বাংলাদেশ, ঢাকা।

স্মারক নং-অপরাধ/৩১-৯২ (সাধারণ)/২১৬২ (৭৭)

তারিখ ও ৯/৮/৯২

অনুলিপি অবগতি ও কার্যাবলী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হইল।

১। অতিরিক্ত আইজি অব পুলিশ, সিআইডি/এসবি, বাংলাদেশ, ঢাকা।

৪। পুলিশ সুপার ..... (সকল (রেলওয়েসহ))।

সহকারী মহা-পুলিশ পরিদর্শক (অপরাধ)

বাংলাদেশ, ঢাকা।

## গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার পুলিশ সদর দফতর, ঢাকা। সার্কুলার

বিষয়ঃ দাঙ্গা প্রতিরোধ প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ অত্র দফতরের পত্র নং- ৭৫৮-৭৬/৯৪৩৪ (২৯)

তাং- ১৬-১১-৭৬

ইদানিং দেশের বিভিন্ন স্থান হইতে প্রতিনিয়ত গুরুতর দাঙ্গা সংঘটনের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। এই সকল দাঙ্গায় জনগণের শান্তি বিঘ্নিত হয়, মূল্যবান জীবনহানিসহ সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি হইয়া থাকে। সাধারণতঃ জমি/ঘরবাড়ি ভোগদখলকে কেন্দ্র করিয়া এই সকল বিরোধের সূত্রপাত হইয়া থাকে। বিরোধপূর্ণ জমির ফসল কর্তন/মৎস্য ধার মওসুমে দাঙ্গা হাঙ্গামার ঘটনা আরো বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। মেট্রোপলিটন/জেলা কর্মকর্তাদের এই বিষয়ে অগ্রিম সংবাদ সংগ্রহের মাধ্যমে নিম্নলিখিত নিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছেঃ

(ক) বিরোধ ও সংঘর্ষ হওয়ার সম্ভাবনার খবর পাওয়ার সাথে সাথে দণ্ডবিধি ১৫৪ ধারার আওতায় শান্তি-শৃংখলা রক্ষার্থে উভয়পক্ষের উপর নোটিস প্রদান করা।

(খ) ফৌজদারী কার্যবিধি ১০৭/১১৭ (সি) ধারার আওতায় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

(গ) তাৎক্ষণিক দাঙ্গা প্রতিরোধের লক্ষ্যে ফৌজদারী কার্যবিধির ১৫১ ধারার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির (ব্যক্তিবর্গের) গ্রেফতার করা।

(ঘ) প্রয়োজনে বিরোধপূর্ণ জমি/সম্পত্তি সম্পর্কে ফৌজদারী কার্যবিধির ১৪৫ ধারার আওতায় ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট রিপোর্ট পেশ করা।

(ঙ) পক্ষগণকে আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করার জন্য পরামর্শ দিয়া সাধারণ ডায়েরীতে লিপিবদ্ধ করা।



ইহা ব্যতীত দাঙ্গা সংঘটিত হইতে থাকিলে ত্বরিতগতিতে ঘটনাস্থলে হাজির হইয়া দাঙ্গাকারীদের গ্রেফতার করিতে ও লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি উদ্ধার করিতে হইবে। দাঙ্গা মামলা তদন্তে অহেতুক বিলম্ব না করিয়া তদন্ত প্রতিবেদন আদালতে দাখিল করিয়া যথাসময়ে যাহাতে বিচারকার্য শুরু করা যায় সেই লক্ষ্যে আদালতে সার্বিক সহায়তা দান করিতে হইবে।

অতএব, এই মর্মে সতর্ক করা যাইতেছে, থানায় কর্মরত অফিসারগণ এবং সার্কেল এএসপি/জোনাল এপিসিগণ তাহাদের স্ব-স্ব এলাকায় বিরাজমান অবস্থার অগ্রিম সংবাদ সংগ্রহের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখিয়া পূর্বাঙ্কেই পর্যাপ্ত পুলিশী টহলসহ আইনানুগ বিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে ব্যর্থ হইলে দায়ী কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কর্তব্যে অবহেলার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

স্বঃ

(এএসএম শাহজাহান)

মহা-পুলিশ পরিদর্শক বাংলাদেশ, ঢাকা।

স্মারক নং-অপরাধ/৩২-৯২ (সাধারণ)/২৩৫ (৭৭)

তারিখঃ ২২/৮/৯২

অনুলিপি অবগতি ও কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হইলঃ

১। অতিরিক্ত আইজি অব পুলিশ, সিআইডি/এসবি, বাংলাদেশ, ঢাকা।

২। পুলিশ সুপার..... (সকল (রেলওয়েসহ))।

স্বাঃ

(সৈয়দ মোঃ আবুল হোসাইন)

সহকারী মহা-পুলিশ পরিদর্শক (অপরাধ)

বাংলাদেশ, ঢাকা।

## গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

### পুলিশ সদর দফতর, ঢাকা।

#### সার্কুলার

#### বিষয়ঃ পরিদর্শকদের (তদন্তকারী কর্মকর্তা) কাজের নিয়ন্ত্রণ।

লক্ষ্য করা যাইতেছে, পুলিশ বিভাগের তদন্ত কাজে নিয়োজিত ও তদারককারী কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অনিয়ম, দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহারসহ নানাবিধ অভিযোগ অহরহ পাওয়া যাচ্ছে। বিশেষ করে থানা কর্তৃপক্ষের মামলা গ্রহণ না করা, যথাযথ ধারায় মামলা না নেওয়া, বস্তুনিষ্ঠ তদন্ত না করা, উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে তদন্ত করা ইত্যাদি। অপরপক্ষে তদারকি কর্তৃপক্ষ যথাযথ দায়িত্ব পালন না করিবার কারণে থানা কর্তৃপক্ষ উপরে উল্লেখিত অনিয়ম করিবার সুযোগ পাইতেছে। ফলে পুলিশের ভাবমূর্তি জনগণের নিকট ক্ষুণ্ণ হইতেছে।

২। এই সমস্ত অনিয়ম দূর করিবার নিমিত্তে ডিফল্টার রেজিস্টারের ন্যায় পুলিশ পরিদর্শক (ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা)-দের জন্য ইনসিডেন্ট রেজিস্টার নামে একটি রেজিস্টার সার্কেল এএসপির অফিসে স্মারক নং জিএ/১৮৮-৮৪/২৭৬৫ (৬৬), তারিখ ৯-১০-৮৫ অনুযায়ী রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল কিন্তু খুলনা রেঞ্জ ব্যতীত অন্যান্য রেঞ্জ হইতে পরিদর্শকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের কোন প্রস্তাব অত্র সদর দফতরে পৌঁছায়নি।

এমতাবস্থায় আপনার অধীনস্থ সার্কেল এএসপিগণের নিকট ইনসিডেন্ট রেজিস্টার রক্ষিত না থাকিলে অবিলম্বে ইনসিডেন্ট রেজিস্টার রাখিবার ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক অত্র সদর দফতরকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হইল।

৩। ইনসিডেন্ট রেজিস্টারে নিম্নলিখিত অনিয়মগুলি লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

- (ক) মামলার কেইচ ডায়েরী ও ব্যক্তিগত ডায়েরী লেখা ও জমা দেওয়ার অনিয়ম।  
(খ) মামলা তদন্তে অনিয়ম।  
(গ) উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সরকারি আদেশ ও রেজিস্টার রেকর্ডপত্র সংক্রান্ত অনিয়ম।  
(ঘ) পিআরবি রুল ৯৭ ও ১৭ (এ)-সহ যেকোন রুল অমান্যকরণ।  
(ঙ) অন্য কোন অসদাচরণ।

৪। তদন্তকারী কর্মকর্তাগণকে পিআরবির রুল ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৬৮ যথাযথভাবে অনুসরণ করার জন্য অনুরোধ করা হইল। প্রতি তিন মাস অন্তর পুলিশ সুপারের নিকট ও উর্ধ্বতন অফিসারদের পরিদর্শনের সময় সার্কেল, এএসপিকে অবশ্যই ইন্সিডেন্ট রেজিস্টারটি পরিদর্শনের আইটেম হিসাবে উপস্থাপন করিতে হইবে।

স্বাক্ষর  
(এ. এস. এম. শাহজাহান)  
ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ,  
বাংলাদেশ, ঢাকা।

স্মারক নং দঃ শাঃ/৫৫-৯২/৩০৬৩ (৯৬)

তারিখঃ ২৪-৯-৯২

২।.\*  
১২।.\*

স্বাক্ষর  
(মোঃ মাসুদুল হক)  
এসিস্ট্যান্ট ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ  
বাংলাদেশ, ঢাকা।

---

**গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার**  
**পুলিশ সদর দফতর, ঢাকা।**

স্মারক নং নিয়োগ/৩৪-৯২ (অংশ ১)/৩৩৬১/(১০১)

তারিখঃ ১০/১২/৯২

সম্প্রতি লক্ষ্য করা যাইতেছে যে, পুলিশ বিভাগীয় বিভিন্ন অফিসে ডাক গ্রহণকারী কর্মচারীগণ অস্পষ্ট নাম স্বাক্ষরে ডাক/চিঠিপত্র গ্রহণ করিয়া থাকেন। ফলে কোন চিঠিপত্র হারাইয়া গেলে উক্ত ডাক গ্রহণে নিয়োজিত কর্মচারীকে সনাক্ত করিয়া দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করা কষ্টকর হয়।

এমতাবস্থায় এখন হইতে এক ইউনিট/জেলা হইতে অন্য ইউনিট/জেলায় প্রেরিত সরকারি জরুরী ডাক গ্রহণকারীর পূর্ণ নাম পদবী বা নম্বর সুস্পষ্ট অক্ষরে উল্লেখ করার নিশ্চয়তা বিধান করার জন্য সকল জেলা/ইউনিটের পুলিশ প্রধানগণকে অনুরোধ করা হইল।

স্বাক্ষর  
কাজী গোলাম রহমান  
অতিরিক্ত মহা-পুলিশ পরিদর্শক (প্রশাসন)  
বাংলাদেশ, ঢাকা।

স্মারক নং নিয়োগ/৩৪-৯২ (অংশ ১)/৩৩৬/১(১০১)  
অনুলিপি অবগতি ও কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হইলঃ

তারিখঃ ১০/১২/৯২

১।\*

১৪।.....\*

(মোঃ মাসুদুল হক)  
সহকারী মহা-পুলিশ পরিদর্শক (সংস্থাপন)  
বাংলাদেশ, ঢাকা।  
ফোনঃ ২৪ ৬৭৭